দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরি...
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 06 NOV 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

060

ঢাকা ঃ রবিবার, ২২ কার্তিক, ১৩৯৫

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

অধ্যক্ষ বাশারকে যেমন দেখেছি

মোঃ মিজানুর রহমান

দিনটি ছিল ১২ই জানুয়ারি ১৯৮৮ মংগলবার। দাওয়াত পেয়েছিলাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ধূমপান বিরোধী একটি সেমিনারের। ধূমপান বিরোধী আন্দোলন আজকাল একটি জনপ্রিয় আন্দোলন। কিন্তু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করে এবং ৩৫০ জনের মতো অধ্যাপক আছেন সেখানে কি এই আন্দোলন সফলতা লাভ করবে? ভাবলাম বুঝি শুধু ভাব-বিলাসিতার জন্যই এই সেমিনার। তাই দাওয়াত পেয়েও যাইনি ঐ সেমিনারে। তবে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি মারফত জেনেছিলাম সেমিনারে অনেক অভিজ্ঞ অতিথি বক্তারা সারগর্ভ বক্তব্য রেখেছেন। ঐ কলেজের অধ্যক্ষ সাহেব নিজে তাঁর কক্ষকে ধূমপান মুক্ত ঘোষণা করেছেন। কয়েকজন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন তাদের বিভাগ ধূমপান মুক্ত থাকবে। ছাত্র সংসদের নেতৃবর্গ ঘোষণা করেছেন কলেজে ছাত্ররা ধূমপান করবে না। ভাবলাম তাও হয়তো ভাব-বিলাসিতা।

আবারও দাওয়াত পেলাম ৪ঠা আগস্ট, ১৯৮৮, ঐ কলেজে ধূমপান বিরোধী তৎপরতা মূল্যায়ন এবং ধূমপান বিরোধী ফলক স্থাপন অনুষ্ঠানের। এবারে একটু কৌতূহল জাগলো সিদ্ধান্ত নিলাম এই অনুষ্ঠানে যাবো। যথারীতি অনুষ্ঠানের দিন উপস্থিত হলাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের কার্যালয়ে। সেইবারই প্রথম দেখলাম এই কলেজের অধ্যক্ষ জনাব হাবিবুল বাশার সাহেবকে। শান্ত সৌম্য সদাহাস্যময় একজন ভদ্রলোক। প্রায় ঘন্টা দু'য়েক তাঁর সাথে একত্রে ছিলাম। সেই দু'ঘন্টার স্মৃতি আমি জীবনে ভুলবো না। স্বল্প দৈর্ঘ্যের সাংবাদিক জীবনে অনেক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু অধ্যক্ষ হাবিবুল বাশারের মতো বিরল ব্যক্তিত্ব খুব কমই দেখেছি। অনুষ্ঠান শুরুর আগে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা করছিলেন। দেখলাম ক্যামেরা এবং ফটোগ্রাফির উপরও তাঁর ভাল দখল। পরে ঐ কলেজেরই অধ্যাপক তাঁর জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের মুখে শুনলাম তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের একজন সফলকাম অধ্যাপকও ছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানের উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ সেদিন অল্পক্ষণ উপস্থিতির মধ্যে টের পেয়েছিলাম।

অধ্যক্ষ হাবিবুল বাশার ছিলেন অত্যন্ত কোমল স্বভাবের এবং পরোপকারী। কেউ কোন দিন না-কি তাঁর কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসেনি। সেদিন কথা প্রসঙ্গে জগন্নাথ কলেজের এক ছাত্রের পড়ালেখার টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে আত্মহত্যার কথা উঠলে স্যার অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বললেন, ছেলেটা আমার কাছে কেন আসলো না? আমার কলেজের আর কোন ছেলে যেন পড়ালেখার টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে আত্মহত্যা না করে তার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে। জানি না স্যার কিভাবে করতেন সে ব্যবস্থা, তবে ওর মুখমণ্ডলে একটি তীব্র ইচ্ছা ফুটে উঠতে দেখেছিলাম।

সেদিনের সামান্যক্ষণের আলাপে বুঝতে পেরেছিলাম স্যার ছিলেন মনে-প্রাণে একজন স্কাউট। স্যারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "স্যার কেন ধূমপান মুক্ত করার মত এমন একটি কঠিন কাজে হাত দিলেন।" জবাবে স্যার বললেন, "স্কাউটিং আমাকে এই অনুপ্রেরণা দিয়েছে— স্কাউটরা সর্বদা পরোপকারের চেষ্টা করে। আমি যদি অন্য লোককে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে পারি তাহলে তার উপকার হবে। কারণ ধূমপান করলে তার যে ক্ষতি হতো, ধূমপান থেকে বিরত রেখে আমি তাকে সেই ক্ষতি থেকে রক্ষা করলাম।" আরও অনেক কথা বললেন স্যার। বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম আমরা উপস্থিত সকলে স্যারের সেদিনের বক্তৃতায়। স্যার আরো বলছিলেন, জগন্নাথ কলেজের পরিবেশের কথা। ঐ অনুষ্ঠানের অপর একজন বক্তার মুখে শুনেছি সিকি লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর এই কলেজে কোন অসন্তোষ তো নেই-ই বরঞ্চ প্রত্যেক মাসে তারা একটি করে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী করে। অধ্যক্ষ সাহেবই তার প্রধান উদ্যোক্তা। কি রকম মোহনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলে এ রকমের একটি কলেজে এরূপ কর্মসূচীর আয়োজন করা যায় তা তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঐ কলেজের ছাত্র সংসদের নেতাদের মুখেও শুনেছি স্যার ছাত্রদের নিজ সন্তানের মত স্নেহ করেন। তারা বললো, তারা না-কি স্যারকে কোনদিন রাগ করতে দেখেনি, কোনদিন কোন ব্যাপারেই বিরক্ত হতে দেখেনি। সব সময় হাসি হাসি মুখ স্যারের। সবার উপকার করার জন্য স্যারের কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর উপকারের জন্য তাঁরই অনুপ্রেরণায় ছাত্র সংসদের পরিচালনায় ঐ কলেজে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সকলে সেখান থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকে। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ঐ কলেজের রোভার স্কাউট গ্রুপ ডেমরার অদূরে "পূর্ব গ্রাম রোভার পল্লী" নামে একটি স্বনির্ভর গ্রাম প্রকল্প নিয়ে কাজ করে। ঐ কলেজের রোভার স্কাউটস, বিএনসিসি ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ছাত্র সংগঠন রয়েছে যারা তাঁর অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

সেদিনকার অনুষ্ঠানের আগে ও পরে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক প্রশংসা শুনেছিলাম অধ্যক্ষ হাবিবুল বাশারের। অল্প সময়ের জন্যই তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম, অথচ এখনও মনে পড়লে শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরে যায়। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার কি ইচ্ছা, জগন্নাথ কলেজের সেই অধ্যক্ষ সাহেব আর বেঁচে নেই (ইন্না লিল্লাহ.........রাজেউন)। এই খবরটা শোনার সাথে সাথে নিকট আত্মীয় বিয়োগের মতো বেদনা অনুভব করছিলাম। আমার স্বল্প দৈর্ঘ্যের সাংবাদিক জীবনে অনেক মহৎ ব্যক্তিকে দেখেছি। কিন্তু মরহুম অধ্যক্ষ হাবিবুল বাশারের জন্য কেবলই মনে হতে লাগলো কেবল একটি বার মাত্র ঘন্টা দুইয়ের মতো দেখা তাঁর সাথে অথচ আমার হৃদয়ে এমন গভীর রেখাপাত বোধহয় আর কারও ক্ষেত্রে হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন মরহুম হাবিবুল বাশারকে বেহেশতে স্থান দেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বন্যা দুর্যোগের মধ্যেও হাজার হাজার লোক তাঁর বাসভবনে এবং জগন্নাথ কলেজে ছুটে আসেন। এমন হাসি-খুশী, এমন সহজ-সরল, এমন হৃদয়বান, এমন স্নেহবৎসল ও এমন বন্ধুবৎসল ব্যক্তিটি যে হঠাৎ এভাবে সকলকে ছেড়ে চলে যাবেন তা কেউ আশা করেনি।

অধ্যক্ষ হাবিবুল বাশারের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে কিছু ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাঁর পৈতৃক নিবাস নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার নৈকাহন গ্রামে। তাঁর পিতা এবং মাতা দু'জনেই সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী মরহুম হাবিবুল বাশার বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় তাঁর পিতা মরহুম আবুল ফসিহ সাহেব বরিশাল জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ছাত্র জীবনে তিনি একাধারে মেধাবী ছাত্র, একজন ভাল খেলোয়াড় এবং একজন ভাল স্কাউট ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষকতা জীবনে তিনি চট্টগ্রাম কলেজ, ঢাকা কলেজ, সিলেট কলেজ এবং জগন্নাথ কলেজে চাকরি করেন। চট্টগ্রাম কলেজে কিছুদিন উপাধ্যক্ষ হিসাবেও ছিলেন। জগন্নাথ কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন ১৯৭৬ সালে। ১৯৮৪ সালে জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন।

মরহুম হাবিবুল বাশারের জনহিতকর কার্যাবলীর স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর অন্যতম জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) নির্বাচিত করা হয়। তিনি সাহিত্যামোদী ছিলেন। কবিতা পড়া, গান শোনা এবং নাটক দেখতে খুব পছন্দ করতেন।

প্রকৃতপক্ষে মরহুম হাবিবুল বাশারের পরিবারটি একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক পরিবার। তাঁর ভাই-বোনরা সকলেই ইউনিভার্সিটি, কলেজ এবং স্কুলের শিক্ষক। আগেই বলেছি তাঁর পিতা এবং মাতা দু'জনেই শিক্ষক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মিসেস গুলশান আরা সরকারী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের উপাধ্যক্ষা। তাঁর বড় মেয়ে শম্পা নাসরিন রাজশাহী মেডিকেল কলেজে পড়ে, ছেলে অনিরূদ্ধ বাশার এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, ছোট মেয়ে সরমিন নাসরিন স্কুলে পড়ে। তারা সবাই মেধাবী।

অধ্যক্ষ হাবিবুল বাশারের মৃত্যুতে দেশ একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, একজন সেবাপরায়ণ স্কাউটার এবং একজন সফল প্রশাসককে হারালো। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালাহ্ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।